অস্বাভাবিক ভাবনা – ২

সংশয়-ই বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার একমাত্র চাবিকাঠি। However, there is no short-cut way in science! It does progress step-by-step. It does evolve little-by-little!

মুসলিমরা কোরান ছেরে হাদিসের মধ্যে কিভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হামাগুড়ি খাচ্ছে তার কিছু নমুনা আগের লেখাতে দিয়েছি (http://shodalap.com/R_thinking1.pdf)। বন্ধু, আরেকটি নমুনা দ্যাখ। প্রায় সকল ধর্মপ্রাণ মুসলিমই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে কুকুর একটি 'অপবিত্র প্রাণী'! কুকুরকে বাড়িতে তো রাখা যাবেই না এমনকি ধরা-ছোঁয়া পর্যন্ত করা যাবে না! ওয়েষ্টার্ন ওয়ার্লডে বসবাসরত কিছু মানুষ তাদের (ওয়েষ্টার্নারদের) কুকুর প্রীতি দেখে মুসলিমদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রুপও করে! কিন্তু কোরানে কি লিখা আছে দ্যাখ।

> **5.4.** KHALIFA: They consult you concerning what is lawful for them; say, "**Lawful for you are all good things, including what trained dogs and falcons catch for you**." You train them according to GOD's teachings. You may eat what they catch for you, and mention GOD's name thereupon. You shall observe GOD. GOD is most efficient in reckoning.
>
> PICKTHAL: They ask thee (O Muhammad) what is made lawful for them. Say: (all) good things are made lawful for you. **And those beasts and birds of prey which ye have trained as hounds are trained, ye teach them that which Allah taught you; so eat of that which they catch for you** and mention Allah's name upon it, and observe your duty to Allah. Lo! Allah is swift to take account.

বলা হচ্ছে যে শিকারী কুকুর বা অন্যান্য শিকারী প্রাণীর শিকার করা খাবারও খাওয়া যাবে!!! মুসলিমরা শুনলে তো এক্ষুনি উয়াক-উয়াক শুরু করে দেবে! কুকুরকে বাড়িতে বা নিজের কাছাকাছি না রাখলে কিভাবে তাকে ট্রেইন্ড-আপ করা সম্ভব? মুসলিমদের এক্ষুনি উচিত কুকুরের প্রতি কোন রকমের হ্যাট্রেড না রাখা আর নন্-মুসলিমদেরও বিষয়টা জেনে নেওয়া। বন্ধুর চোখ দেখি চরকগাছ!

শোন, গত কিছু লেখাতে প্রমাণ করা হয়েছে যে শুধুই অবিশ্বাস করার জন্য কোরানে সামান্যতমও পার্থিব শাস্তির বিধান নেই (Q. 4.137)। শুধু তা'ই নয় মানুষকে আনলিমিটেড ফ্রিডম দেওয়া হয়েছে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের দোলকে দোল খাওয়ার জন্য! এটাই স্বাভাবিক, নয় কি? পৃথিবীর সবগুলো হাদিস, ভার্স, এবং কল্লাকাটা মোল্লাদের নিয়ে আসলেও এই একটি মাত্র ভার্সের কাছে এসে তারা ছেরে দে মা কেঁদে বাঁচি বলে পালাবে!

এবার কনভিনস্ড? জিজ্ঞেস করলাম আমার স্মার্ট বন্ধুকে।

-বন্ধু এখনও আমতা আমতা করছে ... ইয়ে মানে মোল্লারা যে কয় ...

আরে ব্যাটা তোতলামী বাদ দিয়ে স্পষ্ট করে বল, মোল্লারা কি কয়।

-না মানে শুনেছি ... মোল্লারা কইছে হাদিসে নাকি লিখা আছে।

একটা কথা আছে না 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'। মানুষ শুধু মোল্লাদেরই দোষ দেয় ... মোল্লারাই নাকি শুধু ব্লাইন্ড ... তুই তো দেখি আমেরিকান ডিগ্রীধারী হয়েও মোল্লার বাপের বাপ! কোরান থেকে এরকম একটা ভার্স দেখানোর পরও তুই আবার মোল্লাদের কথা টেনে আনিস কি করে? কয়জন মোল্লা এই ভার্স পড়েছে বলে তোর মনে হয়? তারা তো দিন রাত শুধু হাদিচ, মোকচেদুল মোমেনিন, কাঁচাচুল আম্বিয়া, পাকাচুল আম্বিয়া, বেহেস্তী জেওর, দোজখী জেওর ... এসব নিয়েই পড়ে থাকে! আর কল্লাকাটা মোল্লারা তো মানুষের কল্লাকাটার ধান্দায় থাকে, তারা এই ভার্স জানলেও বলবে কেন?

-এতক্ষনে মনে হইলো বন্ধুটির হুঁস ফিরলো!

হাসতে হাসতে বললাম, শোন, এর পরও এই বিষয়টি নিয়ে যদি আর একদিন বলিস সেদিন আমি কিন্তু তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলবো! তোর জন্য এখন ফরয কাজ হচ্ছে ঐ কল্লাকাটা মোল্লাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাদের কল্লাটা আগে কেটে ফেলা! তারপর দু'হাতে দুটি কল্লা ঝুলে নিয়ে আমার সাথে দেখা কর! বল এখন তোর কোর্টে, খেলতে পারবি তো?

আরো প্রমাণ করা হয়েছে যে 'Stoning to death sentence for the adulterer' কোরানে নেই (http://www.mukto-mona.com/Articles/raihan/murtaad_kotha.pdf)। তবে শারিয়া আইনে আছে কি না জানিনা।

এবার বিশ্বাস হয়েছে তো?

-শুনেছি কিছু কিছু মুসলিম দেশে নাকি অ্যাডালটারারদের পাথর মেরে হত্যা করা হয় ... বন্ধুর হেঁয়ালি মার্কা কথা।

শোন বেকুব, মুসলিম দেশে কিছু একটা করা মানেই যে সেটা ইসলামিক হয়ে গেল (বা কোরানে রয়ে গেল) এই হোঁদল টাইপের কথা তোকে কে বলেছে? তাদের কি নিজস্ব কোন আইন-কানুন বা কালচার থাকতে পারে না? পাথর মারার ভার্স নাকি এক রাক্ষুসে ছাগল বালিসের নীচে থেকে খেয়ে ফেলেছে (হাদিস)! আর হাদিসগুলি কম্পাইল করেছে ইরানীরা। ফলে তারা তাদের নিজস্ব কিছু কালচার যে হাদিসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় নি তার প্রমাণ কি? আর মুসলিম/হিন্দু/খ্রীষ্টান দেশ বলে আবার কোন দেশ আছে নাকি? একটি দেশ কিভাবে মুসলিম/হিন্দু/খ্রীষ্টান হয়, বেকুব?

-কিছুটা আশ্বস্ত হইলেও ঐ ছাগলটার চিন্তা মাথা থেকে গিয়েছে বলে মনে হইলো না! সে হয়তো ভাবছে, ঘটনাটা যদি সপ্তম শতাব্দীতে না ঘটে আজ ঘটতো, তাহলে সার্জারি করে নিশ্চিৎভাবে ছাগলটার পেট চিড়ে ভার্সগুলো বের করে নেওয়া যেত!

শোন একটা কথা বলি, অক্কামের ক্ষুর (Occam's razor) সূত্র বলছে, কোন একটি সমস্যার যদি একাধিক সমাধান থাকে সেক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজটি গ্রহণ কর (তার মানে কিন্তু এই নয় যে সহজটি গ্রহণ করে গোঁ ধরে বসে থাকতে হবে!)। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে আমরা যদি অক্কামের সুত্র এ্যাপ্লায় করি তাহলে দেখা যাবে যে শুধু কোরান দিয়েই বেশ কিছু বড় বড় সমস্যার সমাধান সম্ভব। বিশ্বাস হচ্ছে না? দ্যাখ, শুধুই হাদিসের উপর ব্যাসিস করে মুসলিম সমাজ ও পৃথিবীব্যাপী চরম অশান্তির এক সংক্ষিপ্ত লিস্ট এখানে তুলে ধরছি, যেগুলো কোরান দিয়ে সহজেই সমাধান সম্ভবঃ

১। মুরতাদদের ফতুয়া দিয়ে হত্যা, যেটা কোরানে নেই।
২। এ্যাডালটারারদের পাথর মেরে হত্যা, যেটা কোরানে নেই।
৩। মহিলাদের ঘরে বন্দি করে রাখা, যেটা কোরানে নেই।
৪। মহিলাদেরকে জোর করে মাথা-নাক-মুখ ঢেকে বোরখা পরানো, যেটা কোরানে নেই।
৫। তাৎক্ষণিক তিন তালাকের ফতুয়া, যেটা কোরানে নেই।
৬। কুকুরের প্রতি ঘৃণা, যেটা কোরানে নেই।
৭। শুকরের প্রতি ঘৃণা, যেটা কোরানে নেই (শুধু শুকরের মাংশ খেতে নিষেধ করা হয়েছে)।
৮। অসংখ্য মুসলিম সেক্ট, যেটা কোরানে নেই।
৯। **সুইসাইড বোম্বার** ও **কল্লাকাটা ফতুয়াবাজ** (এরা **সব্বায়** **হাদিসে** **বিশ্বাসী!!!**)।

তুই যদি ১-৮ পর্যন্ত যে কোনটার সাথে দ্বিমত পোষণ করিস সেক্ষেত্রে কোরান থেকে প্রমান দিতে হবে। আর যদি বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা ৯ নিয়ে দ্বিমত পোষণ করিস সেক্ষেত্রে আমার চ্যালেঞ্জ (http://shodalap.com/R_challenge2.pdf) খন্ডন করতে হবে। বিজ্ঞান আগে প্রবলেম আইডেনটিফাই করতে বলে, তার পর সমাধান। এমনকি আলী সিনার মত জাঁদরেল লোক পর্যন্ত প্রবলেম আইডেনটিফাই করতে ভুল করেছে যদি না তার কোন হিডেন এজেন্ডা থাকে! যাহোক, আমি তোকে কিছু প্রবলেম আইডেনটিফাই করে দিলাম এবং তার সমাধানের পথও বাতলে দিলাম। বল এখন তোর কোর্টে। বুঝতে পেরেছিস তো কিসের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে? না বুঝলে এখনও সময় আছে, পরিস্কার করে বল।

তোর জন্য ব্রেকিং নিউজ-১ ঃ **সুইসাইড বোম্বার** ও **কল্লাকাটা ফতুয়াবাজ** দের **একমাত্র** **উৎস** **হাদিস** ... বিষয়টি নিয়ে এভাবে আগে কেহ ভেবেছে কি না জানি না। একজন মানুষের মন থেকে শুধু হাদিস রিমোভ করে নিলেই সে আর সুইসাইড বোম্বার ও কল্লাকাটা ফতুয়াবাজ হতে পারবে না! এ আজ কৃস্টাল ক্লিয়ার। আমি ইসলাম ধর্মের প্রকৃত '**বিষ দাঁত**' বা '**বিষ ডাল-পালা**' চিহ্নিত করে এর উপর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছি (http://shodalap.com/R_challenge2.pdf)। হয় চ্যালেঞ্জ খন্ডন কর, না হলে সত্যকে মেনে নিয়ে নতুন করে ভাবা শুরু কর। পারবি তো?

ব্রেকিং নিউজ-২ ঃ নর্মাল স্টেটে কোরান মানুষকে ধর্মের উপরে স্থান দিয়েছে, অর্থাৎ, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নেই' - এই ইউনিভার্সাল ম্যাক্সিমকে কোরান স্বীকার করে। কোরানে বিশ্বাস করা বা না করা তোর ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু এই পৃথিবীর কোন হায়েনাকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়নি বিশ্বাস না করার জন্য তোর উপর জোর-জুলুম করার। অথচ, যে কোন স্টেটেই হাদিস ধর্মকে মানুষের উপরে স্থান দিয়েছে। সি দ্য ডিফারেনস?

বন্ধুটি এবার ধীরে ধীরে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলছে, *"এই পৃথিবীতে কোন ধর্ম না থাকলে কতই না ভালো হইতো .. নামাজ-রোযা-পূজা-পার্বণ কিছুই করতে হইতো না .. নো চিন্তা ডু ফুর্তি, তাই না?"*

শোন, অনেক মুসলিম এখনও বিশ্বাস করে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির অনেক আগেই আল্লাহ নাকি প্রফেট মুহাম্মদকে (দঃ) সৃষ্টি করে রেখেছিলেন (কাঁচাচুল নাকি পাকাচুল আম্বিয়া?)। এই বিশ্বাসীদের মত আমিও একই কথা তোর মিলিয়ন মিলিয়ন বছর আগেই ভেবেছি! দেখলাম সে কিছুটা ভ্যাবা চ্যাকা

খেয়ে হা করে তাকিয়ে আছে ... আর হয়তো মনে মনে ভাবছে এই পাগলটার বয়স আবার অতো হয় কি করে! বললাম শোন, ঐসব ইওটোপিয়ান ভাবনা বাদ দিয়ে স্বপ্নের মাধ্যমে শুধু শুধু শূন্যে অবগাহণ না করে ধরণীতে আগে পা রেখে দ্যাখ, মাটি কেমন।

তোর মত করে আমিও একসময় চিন্তা করতাম ... তোর দাদা না থাকলে তোর বাপ থাকতো না ... আর তোর বাপ না থাকলে তোর মত হোঁদল আমার বন্ধু হইতো না ... কি বলিস? সে খুবই স্মার্ট এবং এতদিন ধরে আমাকেই সে হোঁদল টাইপের কিছু একটা মনে করত ... কিন্তু আমার এরকম একটা আচমকা কথাতে সে বেশ মাইন্ড করলেও পরক্ষনেই মনে হইলো 'ইটস্ অল্ রাইট্'। আর আমিও হাঁফ ছেরে বাঁচলাম, তার যে খারাপ মুখরে বাবা! সে অসম্ভব রকমের কিছু খারাপ গালি ঠোঁটস্থ করে রেখেছে। সুযোগ পেলেই ট্যাপ ছেরে দেয়! কিছু বলতে যাওয়ার আগেই দেখলাম আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা সে বুঝতে পেরেছে। সে বলছে, "তার মানে তুই বলতে চাচ্ছিস যে ধর্মগুলো পৃথিবীতে রয়ে গেছে সেটা মেনে নিয়েই তার একটা সমাধান খুঁজতে হবে?" বললাম, এক্জ্যাক্টলি। কারণ, ধর্মগ্রন্থগুলোর পক্ষে যেমন হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে স্বর্গের সেই ট্যাবলেটের মধ্যে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় তেমনি আবার এডিট করাও সম্ভব নয়। এই চরম সত্যটা বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সব্বায় মোটামুটি মেনে নিয়েছে। তাহলে রিফরমেশন রিফরমেশন বলে যে চিৎকার করা হয় সেটাও নিছকই একটা মিথ। এই যখন অবস্থা, তখন ধর্মগ্রন্থগুলোকে রেখেই একটা সুইটেবল সমাধান খুঁজতে হবে, অর্থাৎ, মানুষের মেন্টাল রিফরমেশন।

সে চট করে টপিক পরিবর্তন করে বলা শুরু করলো, "*ধর্মগ্রন্থগুলোতে অফেন্সিভ ভার্স আসলো কেন? ... তুই ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখিস ...*"।

তুই নিজেকে যতটা স্মার্ট ভাবিস ঠিক ততটা হয়তো না! আবার জিজ্ঞেস করছিস এটা আসলো কেন, সেটা আসলো কেন। তোর বাপ-দাদার উদাহরণ দিয়ে তাহলে কি বুঝাইলাম? আসলো কেন? -- এটা কোন ভ্যালিড আর্গুমেন্ট নয়। বরং ভ্যালিড পয়েন্টগুলো হচ্ছেঃ

১। অফেন্সিভ ভার্স আছে কি নেই, থাকলে কি পরিমাণ আছে।

২। যদি থেকেই থাকে সেক্ষেত্রে তার সমাধান কি।

নাম্বার-১ এর উত্তরে বলি, আমি সঠিক জানিনা ঠিক কতগুলো অফেন্সিভ ভার্স আছে। তবে তোকে একটা আইডিয়া দিতে পারি। একদিন এক বন্ধু কিছুটা চ্যালেঞ্জের সুরেই বলে বসলো, "*আমার জানা মতে কোরানে তেমন অফেন্সিভ ভার্স নেই*"। তার কথা শুনে আমার তো হার্টফেল করার মত অবস্থা! বিভিন্ন ওয়েবসাইটে শত শত, ইফ নট্ হাজার হাজার, অফেন্সিভ ভার্স কোট করা আছে ... আর সে বলে কি! ... পাগলে পাইছে নাকি? অন্য একজন দেখলাম বেশ সাহস করেই এগিয়ে আসলো এবং আমিও তাকেই সাপোর্ট দিলাম, কারণ আমি জানতাম সে'ই জিতবে। ওমা কি অবাক করা কান্ড, সে এমন একটি ভার্স কোট করলো যেটা পড়ে হাসতে হাসতে আমাদের নাড়ি-ভুঁড়ি বের হওয়ার মত অবস্থা! শত শত অফেন্সিভ ভার্স রেখে নাকি এরকম একটা ভার্স সে কোট করলো যেটা পড়ে অনেকের কাছেই কৌতুক মনে হতে পারে (ভার্স নাম্বারটা এই মুহুর্তে মনে নেই)। তবে আমার কিন্তু বিশ্বাস হয়নি যে অফেন্সিভ ভার্স নেই।

নাম্বার-২: ধরে নেওয়া যাক কিছু অফেন্সিভ ভার্স আছে। সেক্ষেত্রে এর সমাধান কি? তার আগে তোকে একটা কথা বলে রাখি। কোরানে এমন কোন ভার্স নেই যেখানে বলা আছে যে সবগুলো ভার্স সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য এবং সব্বায়কে ফলো করতে হবে। মিনিমাম কমনসেন্স দিয়ে অনেক ভার্সকেই 'আউট অব কনটেক্স' ক্যাটেগরিতে ফেলে দেওয়া যায়। যেমন ধর, অতীতের কিছু ঘটনা নিয়ে ... বিভিন্ন নবী-রসূলদের নিয়ে ... প্রফেট মুহাম্মদের ওয়াইফদের নিয়ে ... বেশ কিছু সুরা/ভার্স আছে। এভাবে যদি sorting করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে কোরানের অনেক ভার্স'ই আর প্রযোজ্য নয়। ফলে 'আউট অব কনটেক্স' কথাটা কিন্তু মিথ নয়, সত্য। এভাবে প্রিসাইসলি sorting করে প্রকৃতপক্ষে কতগুলো অফেন্সিভ ভার্স আছে, যেগুলো সকল সময়ের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, তার একটা ক্লিয়ার লিস্ট একদিন নিয়ে আয় (But don't try to beat about the bush and don't be deceived by yourself!)। কথা দিচ্ছি আলোচনা করবো এবং কিছু একটা বের হয়ে আসতেও পারে। বল এখন তোর কোর্টে, কি বলিস।

আমতা আমতা করে আবার টপিক পরিবর্তন ... *" তাহলে হেটফুল ভার্সের কি হবে?"*

কোরানে যে এরকম কিছু ভার্স আছে সেটা এই পৃথিবীর কেহই অস্বীকার করতে পারবে না। অস্বীকার করলে মিথ্যে কথা বলা হবে। প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে তোকে একটা কথা বলে নিই। প্রায় সবগুলো ধর্মগ্রন্থেই কিছু আন-এক্সপেক্টেড ভার্স রয়ে গেছে। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের মোল্লারা ঐসব আন-এক্সপেক্টেড ভার্স তাদের ফলোয়ারদের সামনে হাইলাইট করে না। তারা শুধু ভালো ভালো ভার্সগুলোকেই মানুষের মাঝে প্রচার করে। আর সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলিম মোল্লারা দু'রকমের ভার্সই প্রচার করে। একদিকে যেমন মানুষের উপকারে আসবে না এরকম কিছু রিচুয়াল নিয়ে ব্যস্ত আবার আরেকদিকে কোরান-হাদিস তন্ন তন্ন করে খুঁজে আন-এক্সপেক্টেড ভার্সগুলোও সাধারণ মানুষের সামনে হাইলাইট করে। আর এই মোল্লাদের সাথে যোগ দিয়েছে কিছু মানুষ যারা মোল্লাদের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়ে ওয়ার্লড ওয়াইড আন-এক্সপেক্টেড ভার্সগুলো প্রচারে সহায়তা করে!

এই ধর কোরানে জিউসদের নিয়ে দু'ধরনের ভার্স আছেঃ

১। জিউসদের বন্ধু বা গার্ডিয়ান হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, এমনকি তাদের কিছু প্রণীর সাথেও নাকি তুলনা করা হয়েছে!

২। জিউসদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাদের সকল জাতির উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে।

এখন কমনসেন্স এ্যাপ্লায় করে দ্যাখ, ১-নাম্বার গ্রুপের ভার্সগুলো বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এ্যাপ্লিকেবল হতে পারে কি না। আজ থেকে ১৪০০ বছর আগের দুটো গোষ্ঠির মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের জের ১৪০০ বছর পরে এসে ভ্যালিড থাকবে কি না ভেবে দ্যাখ। এর পরও যদি সন্দেহ থেকে যায় সেক্ষেত্রে নীচের ভার্সটি পড়ে দ্যাখ কি বলা আছে।

17.15. YUSUFALI: Who receiveth guidance, receiveth it for his own benefit: who goeth astray doth so to his own loss: **No bearer of burdens can bear the burden of another**: nor would We visit with Our Wrath until We had sent an messenger (to give warning).

ভার্সটার অর্থ কিন্তু স্পষ্ট, অর্থাৎ ১৪০০ বছর আগের দুটি কমিউনিটির মধ্যকার কোন রকম বার্ডেন এযুগের মানুষদের ক্যারি করতে হবে না। ইন ফ্যাক্ট, কারো বার্ডেন'ই কাউকে ক্যারি করতে হবে না। ফলে এই ভার্সগুলো কোনভাবেই ইটারনাল হতে পারে না। কমনসেন্স এ্যাপ্লায় করে এগুলোকে কিন্তু সহজেই 'আউট অব কনটেক্স' ক্যাটেগরিতে ফেলে দেওয়া যায়। আমি মনে করি মুসলিম-জিউস হ্যাট্রেড যতটা না ধর্মগ্রন্থ থেকে এসেছে তার চেয়ে ঢের বেশী এসেছে মিডল ইস্ট সমস্যা থেকে। জিউস-মুসলিম ইসু নিয়ে নীচের আর্টিকলগুলো পড়ে নিতে পারিস।

http://www.mukto-mona.com/Articles/raihan/eid_special.pdf
http://www.mukto-mona.com/Articles/raihan/eid_special-2.pdf
http://www.mukto-mona.com/Articles/raihan/eid_gift3.pdf
http://www.thamid.com/Words/Is%20there%20a%20hope%20to.doc

এবার আয় ২-নাম্বার গ্রুপের ভার্স নিয়ে। মোল্লাদের উচিৎ ছিল এই গ্রুপের ভার্সগুলোকেও পাসাপাসি হাইলাইট করা। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে জিউসরা হইলো সবচেয়ে প্রাউড জাতি। যে কোন দেশের কাছেই তারা আইডল হতে পারে। সুতরাং, মুসলিমদের উচিৎ তাদের ভালো দিকগুলো গ্রহণ করা। যেমন, ইউরোপিয়ানরা একসময় জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে থাকা মিডল ইস্টের কিছু দেশ থেকে ইন্‌সপায়ার্ড হয়ে তাদের যাত্রা শুরু করে এখন উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করছে। এভাবে যুগে যুগে একেকটি অঞ্চলে একেকটি জাতি এসেছে যাদেরকে ফলো করা যায়। মিঃ তৌফিক হামিদের উপরোক্ত লেখাগুলো পড়ে আমার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। কারণ, ওনার লেখাগুলোতে জিউসদের প্রশংসায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি সন্দেহ করেছিলাম এই কারণে যে ওনি মনে হয় জিউস হয়ে গেছেন! পরে ওনাকে একটা ই-মেইল করেছিলাম। ওনার ই-মেইলটা নীচে হুবহু তুলে দিচ্ছি। অনেকেরই ভালো লাগতে পারে এবং মুসলিম-জিউস সম্পর্ক নিয়ে কিছু ভুল ভাঙতেও পারে। ওনি কতটুকু করতে পারবেন সেটা না হয় ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক, তবে এরকম একটি সুন্দর এফোর্টকে মানুষ মনে রাখবে। তোর-আমার মত গরু-গাধাদের কেহই মনে রাখবে না (People like you and me will be lost into oblivion one day)!

আর মুসলিমদের সাথে নন্‌-মুসলিমদের বড় একটা গ্যাপ (ভুল বুঝাবুঝি) হয়ে গেছে এবং এর জন্য মূলতঃ দায়ী মুসলিম প্রিচার'রা। মানুষের উচিৎ হবে কিভাবে এই গ্যাপকে মিনিমাইজ করা যায় সেই চেস্টা করা। শুধু শুধু অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে ফলাফল ভালো হবে না। এই ধর, প্রফেট মুহাম্মদের কার্টুন নিয়ে বিশ্বব্যাপী যে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেটা কিন্তু কোরানের আলোকে তেমন কিছুই না, কারণ কোরানে প্রফেট মুহাম্মদের ইমেজ ড্র করা বা না করার ব্যাপারে কিছুই বলা নেই। তবে যারা এ কাজ করছে তাদের উদ্দেশ্য কতটা সৎ সেটাও ভেবে দেখার বিষয় কারণ কার্টুনগুলোকে স্বাভাবিক মনে হয় না, আই মিন, কার্টুনগুলো শুধুই কার্টুন নয়!

বাই দ্য ওয়ে, মুক্তমনা ই-ফোরামে ***আকবর হুসেইন*** নামের এক ভদ্রলোক মাঝে মাঝে সারাংশের মত ছোট ছোট মেইল করেন, খেয়াল করেছিস কি? তোর-আমার মত 'আদা-মোল্লাদের' অনেক কিছুই শেখার আছে তার কাছে থেকে।

Now it's your turn (my another friend) …

Me: You seem to be very quiet so far! You are just watching our fight, right? By the way, why do you think that it's better to reject all the traditional Hadiths as a part of religion?

My friend: Well, the reason is very straightforward. Qur'an doesn't recognize the 'traditional Hadiths' and Muhammad didn't have any idea about the traditional Hadiths either!

Me: So … you wanna reject all the traditional Hadiths, right? But does that mean that you are also rejecting Muhammad?

My friend: Oh no … you are a stupid! Muhammad is mentioned in Qur'an. Anyways, don't be confused seeing a lot of evil Muslims … keep your belief inside whatever it is … try to be a human … do the right thing … help other humans … do your part … that's the real job in this world … what will be your responsibility in the next world, if any, nobody yet knows absolutely. Do you want me to say more???

Me: Hmmm … give me a break … please!!!

ধন্যবাদ।

রায়হান

ahumanb@yahoo.com

Part -1 of this series can be read here: http://www.shodalap.com/R_thinking1.pdf

Please go on to the next page to read Mr. Tawfik Hamid's response …

Thanks a lot Raihan for your e-mail.

I am certainly a Muslim.....all what I am doing is that I analyzed with honesty our problems as Muslims in order to put a solution. If I did not confront the reality of our disease I will not be able to find proper treatment.

THE QURAN ALSO TAUGHT ME TO SAY THE TRUTH EVEN IF IT IS AGAINST MY NATION OR IT IS IN SUPPORT OF OTHERS.

My view is that ....Yes....the Palestinians and Arabs are the real cause of the problem. I have no single doubt that if the Arabs want to live in peace with the Jews all these problems could be solved. I am always taking about the whole nations. As I have witnessed myself, Individual mistakes by any Jew are not accepted by most of the Jews and not tolerated by the civilized Israeli government.....while when we Muslims do terrorism most -if not all- Muslims, Arabs welcome such terrorism.....this is a huge difference and I maintain that even if there was some mistakes by some Jews at the individual level it is the rarity rather than the rule and it is not supported by most of the Jews. I always try to speak at the nation level rather than an individual level.

No I did not convert from Islam and I am a Muslim ..... but I have great respect for Judaism for keeping the oneness of G-d in their hearts and minds and I wish we Muslims learn from them as we raised Mohammed to a level that has become as a god! Most of the Friday prayers are talking about Mohammed and Not G-d.....if you visited a SYNAGOGUE ONE DAY YOU WILL SEE HOW THE GREAT JEWISH NATION KEPT G-D ABOVE ANY ONE ELSE.

Just have a look on any Islamic book or listen to a lecture in a Mosque and you will notice that Muslims write words to praise Mohammed (e.g. pbuh....peace be upon him) wherever/whenever his name is mentioned while they do not do the same for the name of G-d himself.

I am a Muslim but I can not deny my great respect, appreciation to Judaism teaching. The Quran itself ordered me to learn from the Jews and from the Torah.

Many thanks and it was a real pleasure to receive your e-mail.

Much love

Tawfik Hamid